ঝরে পড়া রোধে বড় উদ্যোগ, জুনিয়র বৃত্তিতে দ্বিগুণ ভাতা

এম এইচ রবিন
০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম

নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এলো বড় সুখবর। দীর্ঘদিন পর জুনিয়র বৃত্তির অর্থ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, বৃত্তির মাসিক ভাতা ও এককালীন অনুদান দ্বিগুণ করার পাশাপাশি প্রাপকের সংখ্যা প্রায় সোয়া ৯ হাজার বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে দেশের মেধাবী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা হাজারো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন আরও স্থিতিশীল হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাড়ছে সংখ্যা, বাড়ছে সুযোগ : বর্তমানে সারাদেশে ৪৬ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী সরকারি জুনিয়র বৃত্তি পায়। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে রয়েছে ১৪ হাজার ৭০০ জন এবং সাধারণ কোটায় ৩১ হাজার ৫০০ জন। মাউশির প্রস্তাব অনুযায়ী, এ সংখ্যা ২০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫৫ হাজার ৪৪০ জনে উন্নীত করা হবে। ফলে নতুন করে ৯ হাজার ২৪০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তির আওতায় আসবে।

শিক্ষা প্রশাসনের ভাষ্য, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে উত্তরণের পর ঝরে পড়ার হার তুলনামূলক বেশি। এই স্তরে আর্থিক সহায়তা বাড়ানো গেলে শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী রাখা সহজ হবে।

দ্বিগুণ অর্থ, বাড়তি স্বস্তি : খসড়া প্রস্তাবনায় ট্যালেন্টপুল বৃত্তিতে মাসিক ভাতা ৪৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০০ টাকা এবং বার্ষিক এককালীন অনুদান ৫৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ১২০ টাকা করার কথা বলা হয়েছে। এতে একজন ট্যালেন্টপুল শিক্ষার্থী বছরে পাবে ১১ হাজার ৯২০ টাকা, যা বর্তমানে ৫ হাজার ৯৬০ টাকা।

অন্যদিকে সাধারণ কোটায় মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা এবং এককালীন অনুদান ৩৫০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বার্ষিক সুবিধা দাঁড়াবে ৭ হাজার ৯০০ টাকা। এই সুবিধা এসএসসি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত টানা দুই বছর ভোগ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

বাজেট চাপ বাড়লেও শিক্ষা বিনিয়োগে আস্থা : বর্তমানে জুনিয়র বৃত্তিতে দুই বছরে সরকারের ব্যয় ৪২ কোটি ৪০ লাখ টাকার কিছু বেশি। নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে এ ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ১০১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রায় ৫৯ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, এটি ব্যয় নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বিনিয়োগ। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা গেলে দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রই উপকৃত হবে।

শিক্ষার্থীর চোখে বাস্তবতা : ঢাকার একটি সরকারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফি বলে, ‘বই, খাতা আর কোচিংয়ের খরচ চালাতে অনেক কষ্ট হয়। বৃত্তির টাকা বাড়লে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া সহজ হবে।’

তার মা বলেন, ‘স্বল্প আয়ের পরিবারে এই বৃত্তি অনেক বড় সহায়তা। টাকা বাড়লে সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার ভয় থাকবে না।’

এ বিষয়ে শিক্ষাবিদদের মূল্যায়ন- শুধু পরীক্ষার ফল নয়, শিক্ষার্থী ধরে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ বলেন, ‘বৃত্তির অঙ্ক বহু বছর ধরে অপরিবর্তিত ছিল। বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ বাড়ানো সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। এটি ঝরে পড়া কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।’

তিনি আরও বলেন, বৃত্তির সঙ্গে মানসিক সহায়তা ও স্কুলভিত্তিক নজরদারি যুক্ত হলে ফল আরও ইতিবাচক হবে।কবে মিলবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রস্তাবটি পর্যালোচনা শেষে অর্থ বিভাগে পাঠানো হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি মিললে দ্রুতই সরকারি আদেশ (জিও) জারি করা হবে।

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এখন দেখার বিষয়- কাগজের প্রস্তাব কত দ্রুত বাস্তব রূপ পায়, আর সেই সুফল কতটা পৌঁছায় শ্রেণিকক্ষের শেষ বেঞ্চে বসে থাকা শিক্ষার্থীর কাছে।